



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৪০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta

১৭ চৈত্র ১৪৩২, ৩১ মার্চ, ২০২৬

নতুন উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের যোগদান



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর আর্টিকেল ১১ (২) ধারা অনুযায়ী গত ১৬ মার্চ ২০২৬ অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিয়োগ লাভের পর গত ১৭ মার্চ ২০২৬ অপরাহ্নে অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেছেন। এর আগে সদ্য-সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আনুষ্ঠানিকভাবে নব-নিযুক্ত উপাচার্যের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-নিযুক্ত উপাচার্য

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও সাবেক প্রো-উপাচার্য ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, ফার্মেসী অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রশীদ, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম-সহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। যোগদানের পর অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

প্রশাসনের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতবিনিময়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এক মতবিনিময় সভা গত ২৪ মার্চ ২০২৬ উপাচার্যের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, পুলিশের রমনা বিভাগের এডিসি মো. শওকত আলী, রমনা জোনের এডিসি রব্বানী হোসেন, নিউমার্কেট জোনের এসি মো. জাহাঙ্গীর কবির-সহ রমনা, শাহবাগ ও নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয় এবং ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার যেকোন অপতৎপরতার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা কামনা করেন। উদ্যানে গাঁজা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য সেবনের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স নীতি’ অবলম্বনের বিষয়ে তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশনা দেন। সম্প্রতি ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্র সংগঠনের ঝটিকা মিছিলের ব্যাপারেও সভায় আলোচনা করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা জানান, ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এব্যাপারে ইতোমধ্যেই মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য অভিযান চলমান রয়েছে।

কিউএস বিষয়ভিত্তিক র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বসেরার স্বীকৃতি পেল ঢাবির ১০ বিভাগ



যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা কোয়াকোয়ারেলি সাইমন্ডসের (কিউএস) ‘ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সাবজেক্ট র‍্যাঙ্কিং-২০২৬’-এ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জায়গা করে নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি বিভাগ। যা বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থান। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯টি বিভাগ র‍্যাঙ্কিংয়ে স্থান পেয়েছিল। গত ২৫ মার্চ ২০২৬ বিষয়ভিত্তিক এই র‍্যাঙ্কিংয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে কিউএস। প্রতি বছরের মার্চ মাসে তালিকাটি প্রকাশ করা হয়। এবারও র‍্যাঙ্কিংয়ে আলাদা দুটি ক্যাটাগরি করা হয়েছে। প্রথমত-প্রধান বিষয় (broad subject), যেখানে পাঁচটি ক্যাটাগরি রয়েছে। এর মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

তিনটি ক্যাটাগরির স্থান হয়েছে। দ্বিতীয়ত-নির্দিষ্ট বিষয় (narrow subject), যেখানে ৫৫টি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি বিভাগের স্থান হয়েছে। কিউএস বিষয়ভিত্তিক র‍্যাঙ্কিং প্রতিবেদন অনুযায়ী, এবারের ব্রড সাবজেক্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে সোশ্যাল সাইন্স ও ম্যানেজমেন্ট ক্যাটাগরিতে বৈশ্বিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৩৭১তম। যা বাংলাদেশে প্রথম। এই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত একাউন্টিং অ্যান্ড ফিন্যান্স বিভাগ বৈশ্বিকভাবে ৩০১ থেকে ৩৭৫তম এর মধ্যে; ইকোনমিক অ্যান্ড ইকোনমেট্রিকস বিভাগ ৩০১ থেকে ৩৫০তম এর মধ্যে এবং বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

ঢাবির মুসা খান মসজিদ সংরক্ষণ-পুনরুদ্ধারে ২ লাখ ৩৫ হাজার ডলার দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল প্রাঙ্গণে অবস্থিত ঐতিহাসিক মোগল স্থাপনা মুসা খান মসজিদ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে ২ লাখ ৩৫ হাজার মার্কিন ডলার অনুদান দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাম্বাসেডরস ফাউন্ডেশন ফর কালচারাল প্রিজারভেশন (এএফসিপি) কর্মসূচির আওতায় এই অর্থসহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ মুসা খান মসজিদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই সংরক্ষণ-পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম এবং ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেট টি. ক্রিস্টেনসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সাবিনা আলম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম ভূইয়া, বিভিন্ন বিভাগের (পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

‘গণহত্যা দিবস’ পালিত



১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত্রি স্মরণে গত ২৫ মার্চ ২০২৬ যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘গণহত্যা দিবস’ পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সন্ধ্যায় স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পরে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী-সহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, প্রক্টর, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যাকে উপজীব্য করে একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত



যথাযোগ্য মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৬ মার্চ ২০২৬ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল- আলোচনা সভা, জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনা প্রভৃতি। গত ২৬ মার্চ সকাল ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কেন্দ্রীয় ভবন, আবাসিক হল ও হোস্টেলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অ্যালামনাইবৃন্দ সকাল ৫:৪৫টায় স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে জমায়েত হন। সেখান থেকে তাঁরা সকাল ৬টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম

ওবায়দুল ইসলামের নেতৃত্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধে গমন করেন এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবসটি উপলক্ষে বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ’য় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের রংহের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী পরিবারের সন্তানদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা

অর্জন জাতির সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। স্বাধীনতার প্রকৃত লক্ষ্য ছিল সামাজিক বৈষম্য নিরসন এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক মুক্তি। তিনি বলেন, স্বাধীনতার মূল চেতনা তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন প্রতিটি নাগরিক সমান অধিকার, ন্যায়বিচার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করবে। গত ২৯ মার্চ ২০২৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য’ শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আলোচনা সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

উপাচার্যের ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়



উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামি'আয় গত ২১ মার্চ ২০২৬ সকাল ৮:০০টায় ঈদের প্রথম জামাতে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে তিনি উপাচার্য ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য-সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, পিসএসসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাক্কের মোনেম-সহ সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, প্রক্টর, সহকারী প্রক্টরবৃন্দ ও অফিস প্রধানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক মুসলিম হল, রোকেয়া হল, সূর্যসেন হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, শামসুনা নাহার হল এবং কবি সুকিয়া কামাল হলে গিয়ে হাউজ টিউটর ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন। এসময় তিনি হলের খাবারের মান, শিক্ষার পরিবেশসহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন ও খোঁজ-খবর নেন।

উল্লেখ্য, ঈদের নামাজ শেষে উপাচার্য রষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়া যান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

নতুন উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের যোগদান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নব-নিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, আন্তর্জাতিক র‍্যাক্ষিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানকে সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করা এবং বিশ্ব পরিমণ্ডলে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও পরিচিত করাই হবে প্রথম কাজ। সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে কাক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। ক্যাম্পাসে শিক্ষা ও গবেষণার সুষ্ঠু পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের

মাধ্যমে সকলকে নিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনে এগিয়ে নিতে চাই। এলক্ষ্যে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সফলভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন করায় তিনি সদ্য-সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, শিক্ষা, গবেষণা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন, তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হবে।

টাবির মুসা খান মসজিদ সংরক্ষণ-পুনরুদ্ধারে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকবৃন্দ, ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী ও এস্টেট ম্যানেজার-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিরা মসজিদটি পরিদর্শন করেন এবং এর ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর এই ঐতিহাসিক মুসা খান মসজিদের সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এএফসিপির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তায় জন্য তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মসজিদের ঐতিহাসিক মর্যাদা ও মোগল স্থাপত্যশৈলী পুনরুদ্ধার হবে এবং এটি দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, মসজিদ সংরক্ষণের উদ্যোগে মার্কিন দূতাবাস ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে পেরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গর্বিত। তিনি উল্লেখ করেন, এই প্রকল্প একাডেমিক গবেষণা, শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা, সাংস্কৃতিক সচেতনতা এবং ঐতিহ্যভিত্তিক পর্যটনের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। এটি শুধু একটি পুনরুদ্ধার প্রকল্প নয়, বরং জ্ঞান ও প্রেরণার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন বলেন, সংস্কৃতি সংরক্ষণকে যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। গত দুই দশকে বাংলাদেশে এএফসিপির এটি ১৩তম প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় শুধু স্থাপত্য সংরক্ষণই নয়, বরং বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ববিদ ও সংরক্ষণবিদদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং একটি ডিজিটাল আর্কাইভ গড়ে তোলার উদ্যোগও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যা আন্তর্জাতিক গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

এর আরও, মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন কার্যালয়ে উপাচার্যের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অগ্রগতি, ঐতিহ্য, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্বদান এবং শিক্ষা-গবেষণায় উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা হয়। সৌজন্য সাক্ষাৎকালে আরও

উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা শেষে দেশে ফিরে এসে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ করা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, স্কলারশিপ এবং যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করছে। তবে পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাবে আধুনিক গবেষণা সুবিধা নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, প্রবাসী অ্যালামনাইদের সম্পৃক্ততা এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব জোরদার করা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অন্যতম কার্যকর উপায় হতে পারে। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য অনুরোধ করেন।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন ভিসা প্রক্রিয়ায় জাল নথিপত্রের কারণে সৃষ্ট জটিলতার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, অনেক ক্ষেত্রে অন্যদের কারণে প্রকৃত শিক্ষার্থীরাও ভোগান্তির শিকার হয়। এজন্য প্রতিটি কাগজপত্র যাচাই করতে অতিরিক্ত সময় লাগে, যা পুরো প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয়। এই সমস্যা সমাধানে আমরা যাচাইযোগ্য সনদপত্র ব্যবস্থা চালু করতে পারি। বিশেষ করে কোডভিত্তিক একটি সিস্টেম চালু করলে খুব সহজেই নথির সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হবে। এতে ভিসা প্রক্রিয়া দ্রুত ও স্বচ্ছ হবে। তিনি আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণায় প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে আগ্রহী। এ লক্ষ্যে স্বল্পমোদি ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞদের বাংলাদেশে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধিতে দূতাবাস সহায়তা করবে।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা। এছাড়া, শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এস এম ফরহাদ বক্তব্য রাখেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি, চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন, মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহিদ পরিবার কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ প্রতিটি ঐতিহাসিক অর্জনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিনি উল্লেখ করেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বর্বরতার নির্মম উদাহরণ হয়ে আছে। এসময় তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মরণ করেন এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। একইসঙ্গে তিনি দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আত্মদানকারী শহীদদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানান।

উপাচার্য আরও বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছরের বেশি সময় পার হলেও প্রত্যাশা ও প্রান্তির মধ্যে এখনও ব্যবধান রয়ে গেছে। তাই বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা একটি দলগত দায়িত্ব। তিনি নিজেকে ‘ফ্যাসিলিটেটর’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা হবে।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ভবিষ্যতে আর কোনো ধরনের বৈষম্য বা স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং নতুন প্রজন্ম সঠিক ইতিহাস জেনে একটি উন্নত ও ন্যায্যভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তুলবে।

কিউএস বিষয়ভিত্তিক র‍্যাক্ষিং

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৪০১ থেকে ৪৫০-এর মধ্যে অবস্থান করছে। ন্যাচারাল সাইন্স ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ থেকে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হয়েছে। র‍্যাক্ষিংয়ে বৈশ্বিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৫০১ থেকে ৫৫০-এর মধ্যে। এই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত রসায়ন বিভাগ ৫৫১ থেকে ৬০০-এর মধ্যে; পরিবেশ বিজ্ঞান ৪০১ থেকে ৪৫০-এর মধ্যে; পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যায় ৫০১ থেকে ৫৫০-এর মধ্যে অবস্থান করছে।

লাইফ সাইন্স ও মেডিসিনের ব্রড সাবজেক্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হয়নি। তবে এই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত জীববিজ্ঞান বিভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৬৫১ থেকে ৭০০-এর মধ্যে অবস্থান করছে। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি ক্যাটাগরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৩৬৪তম। এই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ ৫৫১ থেকে ৬০০-এর মধ্যে; ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ৫০১ থেকে ৫৫০-এর মধ্যে; মেকানিক্যাল, অ্যারোনোটিক্যাল এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ৫০১ থেকে ৫৭৫-এর মধ্যে অবস্থান করছে।

চারুকলা অনুষদে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি



পহেলা বৈশাখ ও বাংলা নববর্ষ-১৪৩৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সার্বিক প্রস্তুতি গত ৩০ মার্চ ২০২৬ চারুকলা অনুষদে শুরু হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রস্তুতি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একুশে পদকপ্রাপ্ত শিল্পী অধ্যাপক ড. আবদুস সাত্তার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ-সহ সহকারী প্রক্টরবৃন্দ, অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থীবৃন্দ,

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ ও শিল্পীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য অনুষদের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, উৎসবটি সফল করতে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শান্তিপূর্ণ, সুসজ্জল, উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

গোলটেবিল বৈঠকে নারীবান্ধব কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্বারোপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (সিজিডিএস)-এর উদ্যোগে 'From Policy to Praxis: Institutionalizing Rights, Justice and Action for Women and Girls in Bangladesh' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক গত ১১ মার্চ ২০২৬ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সহযোগিতায় এই গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করা হয়।

সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. সানজীদা আখতারের সঞ্চালনায় বৈঠকে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়্যেবুর রহমান সম্মানিত অতিথি এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস্ ব্রুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর সিনিয়র ফ্যাকাল্টি

ডা. হালিদা হানুম আখতার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আয়েশা বানু স্বাগত বক্তব্য দেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অভূতপূর্ব অগ্রগতি হলেও কর্মসংস্থানের গুণগত মান ও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বড়াতে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। কেবল সংখ্যার দিকে না তাকিয়ে কাজের গুণগত মানোন্নয়ন ও অটোমেশন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নারীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, জাতীয় বাজেটে নারী উন্নয়ন ও তাদের কর্মসংস্থান খাতে কার্যকর ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক বরাদ্দের অভাব রয়েছে। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম এবং প্রবাসী কল্যাণের মতো

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

‘গণহত্যা দিবস’ পালিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫মার্চের গণহত্যা ইতিহাসের নিকৃষ্টতম গণহত্যার একটি। এই গণহত্যায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অনেক সদস্যকে আমরা হারিয়েছি। তিনি শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। উপাচার্য বলেন, ২৫ মার্চের গণহত্যার পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর পরাধীনতার শিকল থেকে জাতি মুক্তি পায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের জন-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। ফলে এদেশের মানুষকে বার বার আন্দোলন করতে হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ ও ২০২৪ সালে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি হয়। গত ১২ ফেব্রুয়ারি জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে এদেশে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন সরকারের অধীনে আগামীরা বাংলাদেশে

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভেদাভেদমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে উঠবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। স্মৃতি চিরন্তন চতুরে আলোচনা সভা শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জগন্নাথ হলের গণ-সমাধিতে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবশীষ পাল উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাত ১০:৩০টা থেকে ১০:৩১টা পর্যন্ত জরুরি স্থাপনা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল জায়গায় এক মিনিট “ব্লাক-আউট” কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে বাঁদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামি'আয় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের রুহের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।



সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের নবীন বরণ, বিদায় সংবর্ধনা ও আন্তর্বিভাগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন ইনস্টিটিউটের ক্রিকেট দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহবুবা সুলতানা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

জাপান ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক



জাপান ফাউন্ডেশন ইন সাউথ এশিয়া-এর মহাপরিচালক মি. সাতো কোজি গত ২৯ মার্চ ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় জাপান স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন ইন সাউথ এশিয়ার সভাপতি অধ্যাপক ড. শ্রাবণী রায় চৌধুরী এবং ভারতের জিম্মাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. দেবেন্দ্র সাহু তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, জাপান স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন ইন সাউথ এশিয়া-এর

মহাসচিব অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন
এবং কয়েকজন শিক্ষক বৈঠকে উপস্থিত
ছিলেন।
সাক্ষাৎকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি
এম ওয়ায়দুল ইসলাম শিক্ষা ক্ষেত্রে
সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়
কর্মসূচির মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের
মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার
উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে আরও বেশি
যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও
গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের ওপরে জোর
দেন।

জাপানের প্রতিনিধিদল



জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. মশিউর রহমানের নেতৃত্বে ৪-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৫ মার্চ ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা ছিলেন আকিরা ওয়াতানাভে, ইউকা ইওয়াদা এবং কোকোরো কামিতানি।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে 'Bridging Regions, Building Futures: BIMSTEC Under the Spotlight' শীর্ষক এক সেমিনার গত ৩১ মার্চ ২০২৬ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্য বেসল ইনিশিয়েটিভ ফর দ্য মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক)-এর সহযোগিতায় এই সেমিনার আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ এস এম আলী আশরাফের সভাপতিত্বে সেমিনারের উদ্বোধনী পর্বে সামাজিক বিজ্ঞান অনুসন্ধানের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিমসটেক-এর মহাসচিব এইচ.ই. ইব্রু মণি পাণ্ডে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক এহসানুল হক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে সমাপনী পর্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মু. নজরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনার আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. আবদুল মান্নান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মাস্টার্সের শিক্ষার্থী এম এম আরিফ মাহতাব রুদয় এবং লাভণ্য প্রজ্ঞা

সেমিনার সঞ্চালন করেন।

সেমিনারে দুটি প্যানেল আলোচনা হয়। 'Bridging Regions: Unpacking Integration in the Bay of Bengal' শীর্ষক ১ম প্যানেল আলোচনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (সার্ক ও বিমসটেক)-এর মন্ত্রাপরিচালক এস. এম. মাহবুবুল আলম এবং বিমসটেক-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগের পরিচালক সোনা ম. সি. নামগিয়েল অংশ নেন। অধ্যাপক ড. রাশেদ উজ্জ্বল ১ম প্যানেল আলোচনা সঞ্চালন করেন।

'Building Futures:Towards an Integrated Bay of Bengal Communiti' শীর্ষক ২য় প্যানেল আলোচনায় অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিবিদ মুস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)-গবেষণা পরিচালক ড. মাহমুজ কবির এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দা রেখানা রশীদ অংশ নেন। অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন ২য় প্যানেল আলোচনা সঞ্চালন করেন।

সেমিনারে বিমসটেক ঘিরে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়। বক্তারা বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের সমন্বিত উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে আন্তর্জাতিক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট (সিটিআই) এবং জাপানের রিতসুমেইকান বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে রিজিওনাল ইনপুট-আউটপুট অ্যানালাইসিস বিষয়ে ২য় আন্তর্জাতিক সেমিনার গত ২৩ ফেব্রুয়ারির ২০২০ সেমিনারে স্টাডিজ অনুষদে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম সেমিনারে প্রধান অতিথি এবং রিতসুমেইকান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজুও ইনাবা, অধ্যাপক তাকাহিকো হাসিমামোতো, অধ্যাপক গুজি মাতসুনা, অধ্যাপক তোশিআকি ইয়ামাই, বু নিংশিন, ইয়োকোহামা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ইশিরো তাকু এবং জাইকা বাংলাদেশ-এর চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইচিগুচি তোমোহিদে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন সিটিআই-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হৌফিকুল ইসলাম। সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শরিয়ত উল্লাহ। সেমিনারে বক্তারা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ইনপুট-আউটপুট বিশ্লেষণের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বাণিজ্য বহুমুখীকরণ, ভ্যালু-অ্যাডেড ট্রেড ও শিক্ষাগুলোর টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেন।

সেমিনারের ৩টি পৃথক অধিবেশনে মোট ৭টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। রহমান মোহাম্মদ সায়েদুর, লিংগিন বু, অধ্যাপক গুজি মাতসুনো, মোহাম্মদ রনি এবং মো. আবদুর রহমান-সহ বিসিষ্ট গবেষকগণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এসব প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আঞ্চলিক অর্থনীতি, ভাণ্ডার-অ্যাডেড বিশ্লেষণ এবং নীতিনির্ধারণে তথ্যভিত্তিক গবেষণার বিষয় তুলে ধরা হয়।

দিনব্যাপী সেমিনারে বাংলাদেশ এবং জাপানের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও নীতিনির্ধারণকগণ অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে বাংলাদেশ-জাপান একাডেমিক সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করার মাধ্যমে তথ্যনির্ভর নীতিনির্ধারণে যৌথ গবেষণার পরিসর বিস্তারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

নারীবান্ধব কর্ম-পরিবেশ
নিশ্চিতকরণের উপর
গুরুত্বারোপ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

গুরুত্ব পূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোতে আরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া 'কেয়ার গিভিং' বা সেবা প্রদান খাতটিকে একটি মাঝারি-দক্ষতার (মিড-স্কিল) পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। এতে দেশে ও বিদেশে নারীদের জন্য বৃহৎ ও সম্মানজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বা 'ডে-কেয়ার' ধারণাকে অভিজাত শ্রেণির গণ্ডি থেকে বের করে আনতে হবে। রাষ্ট্র ও সমাজকে দায়িত্ব নিয়ে তৈরি পোশাক কারখানায় এবং বস্তিবাসী নিম্ন আয়ের কর্মজীবী নারীদের সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য 'গমিউনিটি বেইজড ডে-কেয়ার সেন্টার' পরিচালনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করতে বাজেটে বিশেষ প্রণোদনা বা ইনসেন্টিভ যুক্ত করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, জেন্ডার সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে পরিবার ও গণমাধ্যমকে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে। আগামী ১০ বছরে বাংলাদেশের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ আরও বাড়বে এবং প্রান্তিক নারীদের কর্তৃত্ব প্রতিফলিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ পুলিশ, উইমেন উইথ ডিজঅ্যাবিলিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডব্লিউডিডিএফ), মহিলা পরিষদ, ব্র্যাক, নারী বিষয়ক আইনি সংগঠন ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-সহ বিভিন্ন অংশীজন बैठকে অংশ নেন।

জাপানের অধ্যাপক



জাপানের শিবাউরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক ড. কাওয়াশিমা হিরোতো গত ২৫ মার্চ ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের শিবাউরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির মধ্যে বায়ু দূষণ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদারের বিষয়ে আলোচনা

করেন।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল
ইসলাম পরিবেশকে নিরাপদ রাখতে
বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের
সঙ্গে বায়ু দূষণ, পরিবেশ ও জলবায়ু
পরিবর্তন বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক
শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের
ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া, শিক্ষা
ও গবেষণার মানোন্নয়নে বিশ্বের বিভিন্ন
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আরও যৌথ
সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম
গ্রহণের ব্যাপারে তিনি আগ্রহ প্রকাশ
করেন।

দু'দিনব্যাপী ইয়ং স্কলার কনফারেন্স



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ ও জাপানিজ স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন ইন সাউথ এশিয়ার উদ্যোগে এবং জাপান ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে “Young Scholars Conference 2026 on Japan’s Soft Diplomacy in South Asia: Change and Continuity” শীর্ষক দুদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩০ মার্চ ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওয়ায়দুল ইসলাম। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টোকিও জাপান ফাউন্ডেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ওয়াকাও কোইকে এবং ঢাকাস্থ জাপান দূতাবাসের মিনিস্টার তাকাহাশি নাওকি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়বুর রহমান এবং জাপান ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর জেনারেল কোজি সাতো। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জাপানিজ স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন ইন সাউথ এশিয়ার সভাপতি অধ্যাপক ড. শ্রাবণী রায় চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন। স্বাগত বক্তব্য দেন জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম। সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওয়ায়দুল ইসলাম বলেন, জাপান-বাংলাদেশ সম্পর্কের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট-বিশেষ করে বাণিজ্য, উন্নয়ন

সহায়তা ও বিনিয়োগ নিয়ে গভীর গবেষণা জরুরি। তিনি উল্লেখ করেন, জাপান বাংলাদেশের প্রধান দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বৈশ্বিক রাজনীতির পরিবর্তন, যেমন নতুন আঞ্চলিকতাবাদ, চীনের প্রভাব বৃদ্ধি এবং যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জাপানকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণের থয়োজনীয়তা রয়েছে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই সম্মেলন তরুণ গবেষকদের জন্য একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে এবং জাপান-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উৎকর্ষ, বৃত্তি কার্যক্রম এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রেহান আসিফ আসাদ বলেন, জাপান ও বাংলাদেশের সম্পর্ক ঐতিহাসিক ও গভীর। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পরপরই জাপান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। তিনি জাপানি জনগণের কর্মনিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও সততার প্রশংসা করে শিক্ষার্থীদের এসব গুণাবলি থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান।

দুইদিনব্যাপী এই সম্মেলনে জাপান, চীন, ভারত, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা সহ বিভিন্ন দেশের গবেষকরা অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে মোট ১৪টি গবেষণাপত্র ১০টি সেশনে উপস্থাপন করা হয়।

কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে স্বচ্ছতা

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

সিলেকশন বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সংশ্লিষ্ট নম্বর বস্টনের বিষয়েও সিলেকশন বোর্ড প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিবে।

এছাড়া, লিখিত পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪০% নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্য থেকে মেধাক্রম অনুযায়ী পদের সংখ্যার পাঁচগুণ প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য আহ্বান করা যেতে পারে বলে কমিটি

সুপারিশ করেছে।

চাকরিরত প্রার্থীদের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা অফিস প্রধানের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন না করলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

মুক্তিযুদ্ধের গান, কবিতা ও নৃত্যের ছন্দে মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন



মুক্তিযুদ্ধের গান, কবিতা ও নৃত্যের ছন্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ২৬ মার্চ ২০২৬ ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সংগীত বিভাগ এবং নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

থো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার-সহ বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. প্রিয়াংকা গোপ অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম

দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগকারীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, অনেক ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। সাধারণ মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারলেই শহীদদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে। সামাজিক অপরাধ নির্মূলে সংস্কৃতি চর্চার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে ঢাবি শিক্ষার্থীর ক্রীড়াকার্ড ও সম্মাননা লাভ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী মো. তাইম হাওলাদার গত ৩০ মার্চ ২০২৬ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছ থেকে ২ লাখ টাকার চেক, ক্রীড়াকার্ড ও সম্মাননা লাভ করেছেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুডো ও কারাতে কমিটির চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. উপমা কবীর, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক এস এম জাকারিয়া এবং প্রশিক্ষক ও কারাতে ইনচার্জ শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপ পরিচালক নয়না চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের জন্য মো. তাইম হাওলাদারকে অভিনন্দন জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মেধাবী শিক্ষার্থী ভবিষ্যতেও সফলতার ধারা অব্যাহত রাখবে এবং দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আরও সুনাম বয়ে আনবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, মো. তাইম হাওলাদার বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কারাতে প্রতিযোগিতায় জুনিয়র, ক্যাডেট ও সিনিয়র ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করে এপর্যন্ত মোট ২৬টি স্বর্ণপদক, ৬টি রৌপ্যপদক ও ২টি তাম্র পদক অর্জন করেছেন।



শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ হল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ফারুক শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি'র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আজিজ আল কায়সার সম্মানিত অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি'র স্কুল অফ বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিকস-এর ডিন ড. এ কে এম ওয়ারেসুল করিম এবং বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজের অধ্যক্ষ লে. কর্ণেল মো. আবু সাঈদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

‘পরিহারযোগ্য মৃত্যু রোধে আন্তর্জাতিক সচেতনতা দিবস’ পালিত

“আগাম সতর্কতা ও সচেতনতাই পরিহারযোগ্য মৃত্যু রোধের মূল চাবিকাঠি” প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ গত ৩১ মার্চ ২০২৬ ‘পরিহারযোগ্য মৃত্যু রোধে আন্তর্জাতিক সচেতনতা দিবস’ পালন করেছে। এ উপলক্ষে সকালে প্রশাসনিক ভবন চত্বর থেকে এক র্যালি বের করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে র্যালির নেতৃত্ব দেন। র্যালিটি কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। র্যালিতে আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবীর, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. মো. রবিউল আউয়াল, সহযোগী অধ্যাপক ড. ফতিমা আক্তার-সহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এডিএন (Avoidable Deaths Network)-বাংলাদেশ চ্যাপ্টার-এর সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম দুর্যোগ মোকাবিলা ও ঝুঁকি হ্রাসে আগাম সতর্কবার্তা প্রাপ্তির উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আগাম সতর্কতা, কার্যকর যোগাযোগ ও সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে অনেকক্ষেত্রেই জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব। দুর্যোগপূর্ণ এলাকাগুলোতে সারাবছর সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। জনসচেতনতা বাড়তে এক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যঝুঁকি, সময়মতো চিকিৎসা না পাওয়া, নিরাপদ আশ্রয়ের অভাব, বন্যার পানিতে ডোবা, সাপে কাটা, আগুন লাগা কিংবা যথাযথ তথ্যের অভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারার কারণে অনেক মৃত্যু ঘটে। সমরোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এধরনের পরিহারযোগ্য মৃত্যু (avoidable deaths) রোধ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা বাড়তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুধু একাডেমিক পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এটি নীতি নির্ধারণ, মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম এবং জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত হবে।

গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের ‘বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ জয়নুল গ্যালারিতে উদ্বোধন করা হয়েছে। থো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বিভাগীয় চেয়ারপার্সন ড. ভদ্রেণ্ড রীটার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখ এবং শিল্পী কামরুল হাসানের কন্যা সুমনা হাসান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সহযোগী অধ্যাপক ড. ফারজানা আহমেদ স্বাগত বক্তব্য দেন। ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী শানীলা শাবনাম এবং ৪র্থ বর্ষের রাইয়ান কায়েস অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় অনুষদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী সেরা শিল্পকর্মের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ১৪জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন- বিএফএ প্রথম বর্ষের এস এম মাহমুদুল হাসান (সৈয়দ আলী আজম স্মৃতি পুরস্কার), বিএফএ দ্বিতীয় বর্ষের দুর্জয় গোস্বামী (খাজা শফিক আহমেদ স্মৃতি পুরস্কার), বিএফএ তৃতীয় বর্ষের আবদুল্লাহ আল মানিক

(সমরজিৎ রায় চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার) এবং বিএফএ চতুর্থ বর্ষের অন্তর কুমার বিশ্বাস (কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার)। শ্রেণি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- আল আলিফ দিপু (এমএফএ ২য় পর্ব), রওশন জাহান (এমএফএ ১ম পর্ব), মোছা. মিথিলা ফারজানা (বিএফএ ৪র্থ বর্ষ), শানীলা শাবনাম (বিএফএ ৩য় বর্ষ), ইরিন জাহান অন্তরা (বিএফএ ২য় বর্ষ) ও দীপ্ত আচার্য্য (বিএফএ ১ম বর্ষ)। নিরীক্ষামূলক শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন এমএফএ ২য় পর্বের শিক্ষার্থী রাহাত ভূঁইয়া। বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন বিএফএ চতুর্থ বর্ষের সজীব জোয়ার্দার। কামরুল হাসান স্বর্ণপদক লাভ করেছেন বিএফএ চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী হৃদয় কর্মকার। স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার পুরস্কার লাভ করেছেন এমএফএ ২য় পর্বের শিক্ষার্থী রাহাত ভূঁইয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে থো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, শিল্পকর্ম প্রদর্শনী আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। প্রতিদিন সকাল ১০ থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা ছিল।



কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিত নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি

স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) নিয়োগের লক্ষ্যে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ১৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির অন্য সদস্যগণ হলেন- কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবীর এবং হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের প্রাক্তন প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুল আহসান। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ কমিটির সদস্য-সচিব ছিলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৫ম খেড হতে তদূর্ধ্ব পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা নেয়া হবে কি-না সে বিষয়ে সিলেকশন বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। কোনো পদের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষা সরাসরি সংশ্লিষ্ট না হলে তদূর্ধ্ব পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা নেয়া হবে কি-না সে বিষয়ে সিলেকশন বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। কোনো পদের ক্ষেত্রে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা সরাসরি সংশ্লিষ্ট না হলে তদূর্ধ্ব পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা নেয়া হবে কি-না সে বিষয়ে সিলেকশন বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। কোনো পদের ক্ষেত্রে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা সরাসরি সংশ্লিষ্ট না হলে তদূর্ধ্ব পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা নেয়া হবে কি-না সে বিষয়ে সিলেকশন বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা সমীচীন বলে কমিটি মতামত প্রদান করেছে। ২০তম খেড হতে ৬ষ্ঠ খেড পর্যন্ত সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১০ম খেড হতে ৬ষ্ঠ খেডে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা ৪০%, ব্যবহারিক পরীক্ষা ৩০% এবং মৌখিক পরীক্ষা ৩০% নম্বরের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। তবে কোনো পদের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষা সরাসরি সংশ্লিষ্ট না হলে মৌখিক পরীক্ষা ৩০% এবং লিখিত পরীক্ষা ৭০% নম্বরের ভিত্তিতে নেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে নম্বর বন্টনের বিষয়ে সিলেকশন বোর্ড সিদ্ধান্ত নিবে। ১৬তম খেড হতে ১১তম খেড পর্যন্ত সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল উভয় পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা ৪০%, ব্যবহারিক পরীক্ষা ৩০% এবং মৌখিক পরীক্ষা ৩০% নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০তম খেড হতে ১৭তম খেড পর্যন্ত সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে। লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০% নম্বর নির্ধারণ করা যেতে পারে। পদের ধরনের ওপর নির্ভর করে ব্যবহারিক পরীক্ষা নেয়া হবে কি-না সে বিষয়ে

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪)

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো. আবু বকর সিদ্দিক

ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮